সমকাল

তারিখ 05 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

অনিয়ম ও দুর্নীতিতে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম

■ স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

কাউখালী সরকারি এসবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে দুরবস্থা বিরাজ করছে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অনুপস্থিতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নানা খাত সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ফি আদায়, তিন অতিথি শিক্ষকের স্থলে একজন, শ্রেণীকক্ষ পুরুষ শিক্ষকদের ব্যাচেলর কোয়ার্টার বানিয়ে প্রাইভেট পড়ানোসহ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটে বিদ্যালয়টির এসএসসি পরীক্ষার ফল তলানিতে ঠেকেছে।

কাউখালী এসবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

কাউখালী এসবি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৮৬ সালে সরকারিকরণের সময় যেসব শিক্ষক কর্মরত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে অনেকে অবসরে, অনেকে অন্যত্র বদলি হওয়ায় বিদ্যালয়টি শিক্ষক সংকটের সম্মুখীন।

১০ বছর ধরে চলছে এ সংকট। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যালয়টিকে গ্রাস করেছে। তিনজন অতিথি শিক্ষকের বিপরীতে প্রত্যেক ছাত্রীর কাছ থেকে মাসে ৩০ টাকা করে আদায় করা হলেও অতিথি শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। ওই শিক্ষককে বেতন বাবদ ৩ হাজার ৫০০ টাকা মাসে দেওয়া হয়। মৃণাল কান্তি নামে ওই অতিথি শিক্ষকই বর্তমানে বিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা। কারা ভর্তির সুযোগ, বা উপবৃত্তি পাবে, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার রোস্টার এককভাবে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। ওই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ ১৮টি পদের বিপরীতে বর্তমানে প্রধান শিক্ষকসহ ছয় শিক্ষক কর্মরত। অভিভাবক অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার সাহা বলেন, সরকারি টাকায় কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি ও স্টাডি রুম দখল করে প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম, আবদুল হালিম ও এমদাদুল হক সেখানে বাস করেন এবং মেয়েদের প্রাইভেট পড়ান। ন্যাশনাল সার্ভিস থেকে শিক্ষক পাওয়ার পরও অতিথি শিক্ষকের নামে ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষক সংকটের কারণে এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্রীরা খারাপ করেছে। শিক্ষক সংকটের কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরিশাল অঞ্চলের উপপরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান অভিযোগ পেয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের ভেতরে থাকা ভালো। তবে ভাড়া বাবদ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি খাতে টাকা জমা দিতে হবে।